বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্

Convocation-2015
BANGLADESH UNIVERSITY OF PROFESSIONALS

সমাবর্তন-২০১৫
বিইউপি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
১৯ মাঘ ১৪২১
০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

বাণী

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ (বিইউপি)-এর দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীন গ্র্যাজুয়েট, তাদের অভিভাবকবৃন্দ, শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমন্ডলীসহ বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

সমাবর্তন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। সমাবর্তনের মাধ্যমে একদিকে শিক্ষার্থীদের অর্জনকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ও তার নিজস্ব কার্যক্রমের সামগ্রিক মূল্যায়নের সুযোগ পায়। তাই প্রতিটি সমাবর্তন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এক একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষার পাদপীঠ। এখানে একাডেমীক শিক্ষার পাশাপাশি জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা ও গবেষনা হয়। সৃষ্টি হয় নবতর জ্ঞানের। তাই বিশ্ববিদ্যালয় নিছক শিক্ষা কেন্দ্র নয়, তা নতুন নতুন জ্ঞান সৃষ্টি ও গবেষনার পীঠস্থানও। একবিংশ শতাব্দী আমাদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নানা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। এ চ্যালেঞ্জে টিকে থাকতে দক্ষতার বিকল্প নেই। এজন্য সরকার প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চশিক্ষা স্তরে গুনগত শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। মিরপুর সেনানিবাসে মনোরম পরিবেশে অবস্থিত বিইউপি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে মানসম্মত ও যুগোপযোগী শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানসম্পদ তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এ জন্য আমি বিইউপি-কে ধন্যবাদ জানাই। বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ এর নবীন গ্র্যাজুয়েটগণ মহান দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতি গঠনে অবদান রাখবে এ প্রত্যাশা করি।

আমি বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ (বিইউপি)-এর দ্বিতীয় সমাবর্তন-২০১৫ এর সার্বিক সফলতা কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আমি এটা জেনে অত্যন্ত আনন্দিত যে, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ (বিইউপি) সমাবর্তন-২০১৫ আয়োজন করতে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় তথা শিক্ষার্থীদের জন্য সমাবর্তন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পৃথিবীর সর্বত্র শিক্ষার্থীরা সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। সমাবর্তনের মধ্য দিয়ে নবীন গ্র্যাজুয়েটদের কর্মজীবনে প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত হয়। সমাবর্তনের এই মাহেন্দ্রক্ষণে যেসব শিক্ষার্থী কৃতিত্বের সাথে ডিগ্রি অর্জন করে শিক্ষাজীবনের একটি মাইলফলক অতিক্রম করেছেন তাঁদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। একই সাথে উষ্ণ অভিনন্দন জানাই তাঁদের অভিভাবক, বিইউপির সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের।

মেধা ও মননে আধুনিক এবং চিন্তা-চেতনায় প্রাগ্রসর একটি সুশিক্ষিত জাতি দেশকে উন্নতির শিখরে পৌছে দিতে পারে। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার সকল স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায় সুস্পষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করে ব্যাপক কার্যক্রম শুরু করেছে। সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে ডিজিটালাইজড করার মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' তারই একটি অংশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যুবসমাজকে চাকুরিপ্রার্থী না হয়ে নিজেকে উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে অন্যদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির পরামর্শ দিয়েছেন। বিইউপি এ ধরনের গ্র্যাজুয়েট তথা উদ্যোক্তা তৈরিতে অবদান রাখছে বলে আমার প্রত্যাশা।

আমি আশাবাদী, বিইউপির নবীন গ্র্যাজুয়েটগণ তাঁদের অর্জিত জ্ঞান, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতাবোধ কাজে লাগিয়ে দেশ ও জাতির উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করবেন এবং সহনশীল ও মূল্যবোধসম্পন্ন সমাজ গঠনে সচেষ্ট হবেন।

আমি বিইউপির সমাবর্তন-২০১৫ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

নুরুল ইসলাম নাহিদ, এমপি

সেনাবাহিনী প্রধান
সেনাবাহিনী সদর দপ্তর
ঢাকা সেনানিবাস
ঢাকা

বাণী

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ (বিইউপি)-এর সমাবর্তন-২০১৫ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে অত্যন্ত আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি বিইউপি'র সকল গ্র্যাজুয়েট, শিক্ষক, অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন ও প্রাণঢালা শুভেচ্ছা।

আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে সশস্ত্র বাহিনীর স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে অধিভুক্ত করে যাত্রা শুরুর মাত্র ৬ বছরের মধ্যে বিইউপি দেশের একটি নির্ভরযোগ্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে। আমি আশা করি সময়ের পরিক্রমায় জ্ঞান ও শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে এ বিশ্ববিদ্যালয় দেশের মতো বিদেশেও সুপরিচিত হয়ে উঠবে।

সাবলীল ও মননশীল শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখার পাশাপাশি নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলাবোধ ও সময়ানুবর্তিতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে বিইউপি ইতোমধ্যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, যা ভবিষ্যৎ সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

নবীন গ্র্যাজুয়েটদের মেধা, প্রেরণা ও যুবশক্তি দিয়ে সুন্দর সমাজ ও উন্নত দেশ গড়ে তোলা সম্ভব। আজকের গ্র্যাজুয়েটগণ তাঁদের অর্জিত জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করে সমাজ তথা দেশ গঠনে অবদান রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

পরিশেষে আমি সমাবর্তন-২০১৫ এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি। মহান আল্লাহতায়ালা আমাদের সকলের সহায় হউন। আমিন।

জেনারেল ইকবাল করিম ভূইয়া

বিমান বাহিনী প্রধান
বিমান বাহিনী সদর দপ্তর
ঢাকা সেনানিবাস
ঢাকা

বাণী

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ (বিইউপি) এর দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ আনন্দঘন মুহূর্তে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল গ্র্যাজুয়েট, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে গুণগত উচ্চশিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। বিশ্ববিদ্যালয় হলো উচ্চতর শিক্ষার পাদপীঠ, যেখানে শিক্ষার সাথে গবেষণা ও অন্যান্য সহশিক্ষা কার্যক্রম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসারে এ বিশ্ববিদ্যালয় ইতোমধ্যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। আমি আশা করি, নবীন গ্র্যাজুয়েটগণ বিইউপি থেকে অর্জিত জ্ঞান দিয়ে বিশাল কর্মদিগন্তে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণের পাশাপাশি দেশ গঠনেও অবদান রাখবেন। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, উচ্চশিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নে ভবিষ্যতেও এ বিশ্ববিদ্যালয় আরও অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

আমি বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ (বিইউপি) এর দ্বিতীয় সমাবর্তনের সার্বিক সাফল্য কামনা করি। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আল্লাহ হাফেজ।

এয়ার মার্শাল মোহাম্মদ ইনামুল বারী

বিইউপি'র সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং উন্নয়নের ধারা

ভূমিকা: স্বাধীনতা উত্তর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ার কাজে সশস্ত্র বাহিনীকে একটি বিশ্বমানের দক্ষ ও সুশিক্ষিত বাহিনী হিসেবে গড়ার লক্ষ্যে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন সামরিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি নিয়মিতভাবে সামরিক ও নিরাপত্তা, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি, চিকিৎসা ও ব্যবসা প্রশাসনসহ সাধারণ শিক্ষায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের ডিপ্লোমা ও ডিগ্রি প্রোগ্রাম পরিচালনা করে আসছিল। ইতিঃপূর্বে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি তাদের ডিগ্রি প্রোগ্রামের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রোগ্রামের কার্যক্রম পরিচালনা করত। বিভিন্ন ধরনের প্রশাসনিক জটিলতা, সেশন জট এবং সর্বোপরি সশস্ত্র বাহিনীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্যে এসব প্রতিষ্ঠানগুলোকে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আনার লক্ষ্যে একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। ফলশ্রুতিতে, ২০০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সামরিক ও বেসামরিক শিক্ষার্থীদের জন্যে একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং ২০০৮ সালের ০৫ জুন ২৬ নং অধ্যাদেশের মাধ্যমে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ২০০৯ সালের ০৮ এপ্রিল মহান জাতীয় সংসদ কর্তৃক ৩০ নং আইনবলে সামরিক ও বেসামরিক ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে একটি সুশৃঙ্খল ও উচ্চমানের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে 'বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্' (বিইউপি) স্থাপনের মাধ্যমে সশস্ত্র বাহিনীর জন্য একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবে রূপ লাভ করে। এরই ধারাবাহিকতায়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গত ১৫ জুন ২০১০ আনুষ্ঠানিকভাবে 'বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্' (বিইউপি) এর একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ: বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন কমিটি/কর্তৃপক্ষ রয়েছে, যেমন- সিনেট, সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল, অর্থকমিটি, পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও মূল্যায়ন কমিটি, সিলেকশন কমিটি, উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্র, ভাষা শিক্ষা কেন্দ্র, কারিকুলাম উন্নয়ন ও মূল্যায়ন কেন্দ্র, শৃঙ্খলা বোর্ড এবং সংবিধি মোতাবেক গঠিত অন্যান্য কর্তৃপক্ষ। এসব কমিটির/কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বিইউপি'র বিভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

অবকাঠামো: মিরপুর সেনানিবাসের সামরিক শিক্ষাপল্লীতে বিইউপি'র একাডেমিক ভবন, প্রশাসনিক ভবন ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের জন্য সেনাসদর কর্তৃক এমআইএসটি ভবনের উত্তর পাশে বিইউপি'র জন্য মোট ২৪ একর জমি বরাদ্দ দেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক অবকাঠামো নির্মাণে সরকার কর্তৃক মোট ৫০৫২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। দুই পর্যায়ে বাস্তবায়িতব্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের ১৪ তলা ফাউন্ডেশনসহ ৬ তলা বিশিষ্ট একাডেমিক ভবন এবং প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ কাজ ব্যবহারপোযোগী হিসাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার প্লান অনুসারে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য আবাসস্থল, ছাত্রাবাস, উচ্চশিা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট এবং শিক্ষক-ছাত্র মিলনায়তনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং একটি আদর্শ বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দিকে বিইউপি এগিয়ে চলেছে।

শিক্ষা কার্যক্রম: শিক্ষা একটি জাতির আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি। জাতির দক্ষতা, প্রবৃদ্ধি, সমৃদ্ধি, গণতন্ত্রায়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, ইত্যাদি সবকিছুই এ শিক্ষার উপর নির্ভরশীল। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্যে তথ্য প্রযুক্তি মনস্ক ও দক্ষ জনবল গড়ে তোলার প্রয়াসে বিইউপি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়, সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকৌশল, চিকিৎসা ও সাধারণ শিক্ষায় স্নাতক পর্যায়ে ১৬ ধরনের ডিগ্রি, সমরবিদ্যা, যুদ্ধকৌশল ও চিকিৎসা শাস্ত্রে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ১৫ ধরনের ডিগ্রি এবং চিকিৎসা শাস্ত্রে ৭ ধরনের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম পরিচালনা করে থাকে। এছাড়াও বিইউপি ভাষা শিক্ষাসহ বিভিন্ন সহায়ক কোর্স ও পরিচালনা করে। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০৩ জন বিদেশী ও ৭১৮৭ জন দেশী শিক্ষার্থীসহ মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৭৩৯০ জন।

বিইউপির নিজস্ব ফ্যাকাল্টি ও এর অধিভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত স্নাতক/স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বিভিন্ন প্রোগ্রামের বিবরণ নিচে দেওয়া হলঃ

Sl. No	Institute/Faculty	Name of Degree
1	Faculty of Business Studies (FBS)	BBA, MBA, Evening MBA
2	Faculty of Arts & Social Science (FASS)	Bachelor (Hon's)of Economics Bachelor (Hon's)of Disaster and Human Security Management Master of Disaster and Human Security Management (MDHSM) Master of Development Studies (MDS)
3	Faculty of Science and Technology (FST)	Master of Information Systems Security (MISS) Bachelor (Hon's) of Information and Communication Technology (ICT)
4	Faculty of Securities and Stategic Studies (FSSS)	Bachelor(Hon's) of International Relations Master of Peace and Human Rights (MPHR) Bachelor of Security Studies (BoSS) Bachelor of Defense Studies (BoDS)
5	Faculty of Medical Studies (FMS)	
6	Office of the Higher Studies and Research	M Phil & Ph D Program
7	Centre for Faculty Development	Courses
8	Centre for Languages	Elementary Certificate Language Course: Burmese, Chinese, French, Arabic & Turkish
9	National Defense College (NDC)	M Phil in National Security Studies Master of Security Studies (MOSS), Master of War Studies (MWS)
10	Defense Services Command and Staff College (DSCSC)	MSc in Military Studies
11	Military Institute of Science and Technology (MIST)	B Sc, M Sc & Ph D in Civil Engineering B Sc in Computer Science & Engineering (CSE) B Sc and M Sc in Electrical, Electronic & Communication Engineering (EECE) B Sc in Mechanical Engineering (ME) B Sc in Aeronautical Engineering (AE) B Sc in Naval Architecture & Marine Engineering (NAME)
12	Armed Forces Medical College (AFMC)	Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery (MBBS)
13	Armed Forces Medical Institute (AFMI)	M Phil in Health Care & Hospital Mgt. (HHM) MPH (Health Service Management & Policy) M PH (Hospital Management) B Sc in Nursing **Postgraduate Diploma in** Anesthesiology (DA) Child Health (DCH) Clinical Pathology (DCP) Dermatology & Venereology (DDV) Gynecology & Obs (DGO) Otolaryngology (DLO) Ophthalmology (DO)
14	Artillery Center and School (AC & S)	M Sc (Tech) M Sc in Military Science and Applied Gunnery
15	Bangladesh Military Academy (BMA)	Bachelor(Hon's) of Economics Bachelor(Hon's) of International Relations Bachelor(Hon's) of Physics BA (Pass) B Sc (Pass) B Sc in Military Studies
16	Bangladesh Naval Academy (BNA)	B Sc (Pass) Bachelor of Naval Studies (Pass)
17	Bangladesh Air Force Academy (BAFA)	BA (Pass) B Sc (Aero) BBS (Pass)
18	Proyash-Institute of Special Education & Research	Bachelor of Special Education (BSEd)

সনদপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা: বিইউপি'র প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে এ পর্যন্ত নিজস্ব ফ্যাকাল্টি ও অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান হতে সর্বমোট ৪৯২৭ জন ছাত্র-ছাত্রী ব্যাচেলর ডিগ্রি, মাষ্টার্স ডিগ্রি, পোষ্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রি ও এমফিল ডিগ্রি সম্পন্ন করেছেন।

শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম: শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে শিক্ষাসহায়ক কার্যক্রমেও এ বিশ্ববিদ্যালয় পিছিয়ে নেই। এখানে বিভিন্ন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবস, যেমন- স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী, জাতীয় শোক দিবস, শহীদ দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী, জাতীয় শিশু দিবস, জাতীয় কবির জন্মদিবস, ইত্যাদি যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদ্‌যাপন করা হয়ে থাকে। এছাড়াও, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও গবেষকরা প্রতিষ্ঠা দিবস (Raising Day) উদ্‌যাপন, নবীনবরণ, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, বিতর্ক, শিক্ষা সফর এবং দেশীয়/আন্তর্জাতিক ওয়ার্কশপ, সেমিনার, ইত্যাদি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা দেশে এবং বিদেশে বিভিন্ন শিক্ষাসহায়ক ও গবেষণা কার্যক্রমে অংশ নিয়ে পুরস্কৃতও হচ্ছেন। এসবের মাধ্যমে লেখাপড়ার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের অন্যান্য গুণাবলিও বিকশিত করা হয়ে থাকে।

স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা: বর্তমান যুগের চাহিদা ও গুরুত্ব অনুধাবন করে পরিকল্পনা অনুযায়ী ইতোমধ্যেই স্বল্পমেয়াদী ও মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনার অধিকাংশ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার বেশ কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়নের পদক্ষেপ ইতোমধ্যেই গ্রহণ করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা (শিক্ষা কার্যক্রম): বর্তমানে একাডেমিক ভবনটি পর্যায়ক্রমে ১৪ তলা ভবনে রূপান্তরিত করে এর আওতায় সামরিক ও বেসামরিক শিক্ষার্থীদের জন্য প্রস্তাবিত বিভিন্ন স্নাতক ও স্নাতকোত্তর যুগোপযোগী শিক্ষা কার্যক্রম চালুর পদক্ষেপ ইতোমধ্যেই নেয়া হয়েছে। বর্তমানে চালু বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার জন্যে ভাষা শিক্ষা কেন্দ্রকে আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কার্যক্রমও অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া বর্তমানে চলমান এমফিল ও পিএইচডি প্রোগ্রাম শুধুমাত্র সামাজিক বিজ্ঞান ও ব্যবসা প্রশাসনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সব ধরনের শিক্ষার জন্য উন্মুক্ত করার পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে চিকিৎসা ও প্রকৌশল বিষয়ে এমফিল ও পিএইচডি প্রোগ্রাম চালুর জন্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে। আধুনিক বিশ্বের চাহিদা অনুযায়ী নতুন নতুন বিষয়, যেমন- "Cultural Studies", "Global Studies", "Wold Religion Studies", ইত্যাদি বিষয়ে বিইউপি'র মাষ্টার্স প্রোগ্রাম চালুর পরিকল্পনা রয়েছে।

স্কলারশীপ: বিশ্ববিদ্যালয়কে মেধা বিকাশ ও লালনের কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের জন্য বিভিন্ন ধরনের স্কলারশিপ ও স্টাইপেন্ড চালু করা হয়েছে। বিগত বৎসরগুলোতে এ বিশ্ববিদ্যালয় এবং অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান যেমন এমআইএসটি ও আমর্ড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে মেধাভিত্তিক স্কলারশিপ ও দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদেরকে স্টাইপেন্ড প্রদান করা হয়েছে। চ্যান্সেলরস্ মেরিট স্কলারশিপ, চ্যান্সেলরস্ গোল্ড মেডেল ও ভাইস চ্যান্সেলরস্ স্টাইপেন্ড ছাড়াও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সেনাবাহিনী প্রধান, নৌবাহিনী প্রধান ও বিমানবাহিনী প্রধান স্কলারশিপ ও স্টাইপেন্ড দেয়া হয়। এছাড়াও বিভিন্ন সংস্থা/ব্যক্তি হতে স্কলারশিপ ও ষ্টাইপেন্ড গ্রহণ করে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শিক্ষা সহায়তা প্রদান করা হয়।

হোস্টেল: বিইউপি প্রতিষ্ঠার ০২ বছরের মধ্যেই সীমিত আকারে ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য পৃথক হোস্টেল এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ছাড়া অধিভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে দেশী ও বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল/পারিবারিক আবাসনের ব্যবস্থা আছে। বর্তমানে ৮০ জন ছাত্র/ছাত্রী বিইউপি'র হোস্টেল সুবিধা ভোগ করছেন।

লাইব্রেরী: বিইউপি স্বল্প সময়ের মধ্যেই একটি সুসজ্জিত লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। বিগত ২৬ ডিসেম্বর ২০১০ মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ, এমপি বিইউপি এর ই-লাইব্রেরী উদ্বোধন করেন। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিজিটাল লাইব্রেরীর ব্যবহার উৎসাহব্যঞ্জক। বর্তমানে EMERALD, JSTOR & ACM এর মত আন্তর্জাতিক মানের পাবলিকেশনগুলোর সাথে আমাদের সাবস্‌ক্রিপশন রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক ও ছাত্র-ছাত্রীরা এগুলো ব্যাপকভাবে ব্যবহার করছেন। এছাড়া ASTM এর মত আধুনিক ডিজিটাল লাইব্রেরীতেও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবস্‌ক্রিপশনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

প্রকাশনা: 'জ্ঞানের মাধ্যমে উৎকর্ষ সাধন' এ ব্রত নিয়ে প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয় 'BUP Journal' নামে নিজস্ব একাডেমিক জার্নাল প্রকাশ করছে, যার ISSN নম্বর হল 2219-485. ই জার্নালটিতে নিরাপত্তা, উন্নয়ন, সমাজবিজ্ঞান, চিকিৎসা শাস্ত্র, ব্যবসায় ও প্রযুক্তি এবং বাংলাদেশের জীবন ও সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে গবেষণাধর্মী মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। দেশের খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ-গবেষকদের সমন্বয়ে গঠিত একটি সম্পাদনা পরিষদ জার্নালটির সার্বিক মান নিশ্চিতকরণের দায়িত্ব পালন করছেন।

উপসংহার: সমগ্র বিশ্বে সশস্ত্র বাহিনী নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্রমান্বয়েই জনপ্রিয় ও গণমুখি হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় পেশাগত ও শিক্ষার উচ্চমান অর্জনে সামরিক ও বেসামরিক, প্রকৌশল, প্রযুক্তি, ব্যবসায় প্রশাসন এবং চিকিৎসাশাস্ত্রের বিষয়সমূহ নিয়ে একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে বিইউপির প্রতিষ্ঠা নিঃসন্দেহে সময়োপযোগী। আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর সশস্ত্রবাহিনী গড়তে প্রতিরক্ষাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত এই আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববিদ্যালয় দেশে ও বহির্বিশ্বে অবশ্যই বাংলাদেশের পতাকা সমুজ্জল করতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। প্রকৃতপক্ষে, বিইউপি দেশের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে সামরিক, বেসামরিক ও বিদেশী শিক্ষার্থীরা একইসাথে উচ্চশিক্ষার ও গবেষণার সুযোগ পাচ্ছেন। বিইউপি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় মানসম্মত শিক্ষা প্রদান, গবেষণা ও জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে নবীন এ বিশ্ববিদ্যালয় খুব শীঘ্রই দেশে ও বিদেশে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হতে পারবে। এছাড়াও, বিইউপি নিজস্ব স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে সরকার ঘোষিত 'Vision-2021' অনুযায়ী ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে বদ্ধপরিকর।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৯ মাঘ ১৪২১
০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

বাণী

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ (বিইউপি) এর দ্বিতীয় সমাবর্তন-২০১৫ উপলক্ষে আমি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, শুভানুধ্যায়ী ও কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাই।

দেশের নতুন প্রজন্মকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করার মাধ্যমে দেশ ও জাতির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আমাদের সরকার বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যে গত ছয় বছরে আমরা দেশের শিক্ষাখাতে আমূল পরিবর্তন এনেছি। আমরা জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণয়ন করেছি। এ নীতির বাস্তবায়ন করছি। নতুন ৯টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছি। ২৮টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। দেশে বর্তমানে ৩৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৮০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুবসমাজকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দে